তারিখ ... 13 MAR 2017
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮

দৈনিক
আমাদের সময়

অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তে পিছিয়ে যাচ্ছে কলেজ জাতীয়করণ

এম এইচ রবিন ●

অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের কারণে কলেজ জাতীয়করণ প্রক্রিয়া পিছিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় চাচ্ছে একসঙ্গে ২৭৫ কলেজ জাতীয়করণ করতে। অন্যদিকে অর্থ মন্ত্রণালয় বলছে কলেজগুলো জাতীয়করণ করা হোক তিন ধাপে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের এমন পরামর্শের সমালোচনা করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কলেজ জাতীয়করণ সংশ্লিষ্টরা বলছেন, তিন ধাপে জাতীয়করণ করতে গেলে অসুস্থ প্রতিযোগিতা বেড়ে যাবে। প্রতিটি কলেজ প্রথম ধাপে থাকতে চেষ্টা করবে। সে ক্ষেত্রে আশ্রয় নিতে চাইবে দুর্নীতির।

প্রতি উপজেলায় ন্যূনতম একটি করে সরকারি কলেজ করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেন প্রধানমন্ত্রী। দেশের সব উপজেলার ছাত্রছাত্রীদের সরকারি কলেজে পড়ালেখার সুযোগ নিশ্চিত করতে এ উদ্যোগ। এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৭

অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তে পিছিয়ে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কাজ করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মাঠ পর্যায়ে কলেজের ভূমি সংক্রান্ত তথ্য, শিক্ষক-কর্মচারীদের শিক্ষাগতযোগ্যতা ও আনুষঙ্গিক সবকিছু সরেজমিন দেখতে ও সরকারিকরণের প্রক্রিয়ার প্রাথমিক তালিকাভুক্ত করার কাজ করছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। খসড়া তালিকার চূড়ান্ত অনুমোদন দেবে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর। জাতীয়করণ নিয়ে অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির ব্যাপক অভিযোগও উঠেছে। এর প্রতিবাদে সারা দেশে বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন করেছেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসী। সর্বশেষ ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া কলেজ জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে শিক্ষক আবুল কালাম আজাদসহ দুজন নিহত হন।

জাতীয়করণের তদবির ও চাপ সামাল দিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ২৭৫টি কলেজের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। এরই মধ্যে এ তালিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয় হয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে (মাউশি) পৌঁছেছে। এ কলেজগুলো পরিদর্শন শেষে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি নিয়ে শিগগির প্রজ্ঞাপন জারি করবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় একসঙ্গে জাতীয়করণ না করে পর্যায়ক্রমে তিন অর্থবছরে করার মতামত দিয়েছে।

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি অর্থ মন্ত্রণালয়ের দেওয়া এক চিঠিতে বলা হয়, প্রস্তাবিত ২৭৫টি উপজেলার মধ্যে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১০০টি, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১০০টি এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবশিষ্ট ৭৫টি উপজেলায় একটি করে কলেজ জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা যেতে পারে। জাতীয়করণের জন্য কলেজের নাম নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের এমন মতামতের সমালোচনা করেছেন জাতীয়করণের সম্ভাব্য কলেজ সংশ্লিষ্টরা। মানিকগঞ্জের একটি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, প্রধানমন্ত্রী যে অনুশাসন দেন তার দ্রুত বাস্তবায়ন হওয়া উচিত। কিন্তু জাতীয়করণ নিয়ে টালবাহানা করছেন কোনো কোনো সরকারি কর্মকর্তা। নারায়ণগঞ্জের একটি কলেজের এক শিক্ষক অভিযোগ করেন, একবারে যদি সব কলেজ জাতীয়করণ না হয় পরে এসব শিক্ষকের সিনিয়রিটি নিয়েও সমালোচনা উঠবে। মুন্সীগঞ্জের একটি ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক জানান, বিসিএস শিক্ষা সাধারণ ক্যাডারের প্ররোচনায় হয়তো জাতীয়করণ গতি পাচ্ছে না। যদি এমন হয় প্রধানমন্ত্রীর এতে হস্তক্ষেপ করতে হবে। কারণ সরকারের সিদ্ধান্তের বাইরে কেউ নন। ময়মনসিংহের একটি কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, জাতীয়করণ প্রক্রিয়া নিয়ে যত বেশি টালবাহানা করা হবে, ততই অনিয়ম দুর্নীতির সুযোগ বাড়বে। কারণ যেসব তালিকা হয়েছে তাদের নিয়ে অনেক অনিয়মের শিকার হয়েছি আমরা, তার দৃশ্যত প্রমাণ হচ্ছে বিভিন্ন কলেজের আন্দোলন। এর চেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে কোন ১০০টি কলেজ আগে জাতীয়করণ হবে এ নিয়ে বিতর্ক উঠতে পারে। সবাই প্রথম একশতে থাকতে চাইবে। অসুস্থ প্রতিযোগিতা বাড়বে।

তবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতামতের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত তাদের জানানো হয়নি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে। এ প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কলেজ অনুবিভাগের উপসচিব এজেডএম নুরুল হক আমাদের সময়কে বলেন, তারা অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিষয়ে আপত্তি জানাবেন। কারণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও চায় একসঙ্গে ওইসব কলেজ জাতীয়করণ হোক।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এর আগে একাধিকবার সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে– জাতীয়করণ নিয়ে কোনো তদবির অবৈধ লেনদেন না করার জন্য।

মাউশির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, উপজেলা পর্যায়ের পুরনো ও অপেক্ষাকৃত ভালো অবকাঠামোসম্পন্ন কলেজ যেগুলো শিক্ষা ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখে চলেছে– এ ধরনের কলেজকে জাতীয়করণের জন্য প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। যেসব এলাকা দুর্গম এবং সরকারি কলেজ নেই, সেসব এলাকাকে সরকারিকরণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশনা রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের।

অভিযোগ উঠেছে, কলেজ জাতীয়করণ নীতিমালা অনুযায়ী কলেজের অবকাঠামো, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সংখ্যা, ফলাফল, নিজস্ব জমি রয়েছে কিনা জাতীয়করণের জন্য তা বিবেচনায় নেওয়ার কথা থাকলেও সেটি মানা হচ্ছে না। পর্যাপ্ত অবকাঠামো ও শিক্ষার্থী না থাকা সত্ত্বেও প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধিদের চাপে কলেজ জাতীয়করণের তালিকাভুক্ত হয়েছে।

সূত্র মতে, পুলিশের গুলিতে ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া কলেজের শিক্ষক আবুল কালাম আজাদসহ দুজন নিহত হওয়ার পর জাতীয়করণ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। মাউশির কর্মকর্তারা বলছেন, জাতীয়করণের শর্তানুযায়ী ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া কলেজ জাতীয়করণ হওয়ার কথা ছিল। মাউশির সরেজমিন রিপোর্টেও তাই ছিল। কিন্তু অদৃশ্য কারণে সেই রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে যায়নি। এর বিপরীতে জাতীয়করণের তালিকাভুক্ত হয় একই উপজেলার বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা কলেজ। ফুলবাড়িয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে, ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কলেজ হয় ১৯৯৯ সালে। সিরাজগঞ্জের তাড়াশেও এমপিওভুক্ত নয় এমন একটি কলেজকে জাতীয়করণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। অথচ ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত তাড়াশ ডিগ্রি কলেজ জাতীয়করণের অনিয়ন্চতা। এখানে শিক্ষার্থী প্রায় দুই হাজার। পাঁচ বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) পড়ানো হয় বলে জানা গেছে। কুষ্টিয়ার একটি জাতীয়করণের তালিকায় এসেছে যার প্রতিষ্ঠা সাল ১৯৯৮ সালে। এখান থেকে ২০১৪ সালে মাত্র দুজন পরীক্ষা দিয়ে দুজনই ফেল করে। ২০১৫ সালে একজন পরীক্ষা দিয়ে একজন পাস করে। অথচ এর বাইরে অন্য কলেজ রয়েছে সেগুলো জাতীয়করণের নীতিমালা অনুযায়ী অবকাঠামো শিক্ষার্থী সবই আছে। জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত সরিষাবাড়ী কলেজ জাতীয়করণ নিয়ে অনিশ্চিয়তা। শিক্ষকদের তথ্যমতে, এ কলেজে উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক (পাস) ও স্নাতক (সম্মান) মিলিয়ে শিক্ষার্থী প্রায় চার হাজার। অথচ ২০১০ সালে এমপিওভুক্ত এমন কলেজ জাতীয়করণের তালিকায় স্থান হয়েছে, যার উচ্চমাধ্যমিকে শিক্ষার্থী ১৩৫ ও শিক্ষক ১৬ জন। বৈষম্য ও অনিয়মের এ রকম আরও উদাহরণ আছে। এ ছাড়া বরিশালের বাবুগঞ্জ, উজিরপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাট, পিরোজপুরের নাজিরপুর, মৌলভীবাজারের বড়লেখা, মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় জাতীয়করণ নিয়ে আন্দোলন চলছে।

জাতীয়করণ নিয়ে শিক্ষা ক্যাডারের কয়েকজন শিক্ষক অভিযোগ করেন, বিভিন্ন সময়ে দুর্নীতি করে বেসরকারি কলেজে অযোগ্য লোককেও শিক্ষক করা হয়েছে। অপরদিকে সরকারি কলেজের শিক্ষকরা বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে নিয়োগ পান। এত বিপুলসংখ্যক কলেজ জাতীয়করণ করায় ওইসব কলেজের শিক্ষকদের সঙ্গে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের শিক্ষকদের বৈষম্য দ্বন্দ্ব বাড়বে।

এ প্রসঙ্গে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি আইকে সেলিমুল্লাহ খন্দকার আমাদের সময়কে বলেন, শিক্ষার সম্প্রসারণে সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই। জাতীয়করণকৃত শিক্ষকদের ননক্যাডার না করলে, আমাদের ক্যাডারদের সঙ্গে সিনিয়রিটি নিয়ে একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হবে। এর প্রভাব পড়বে শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষকের ওপর। আমরা প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সুষ্ঠু সমাধানের জন্য।

দেশে এখন সরকারি কলেজের সংখ্যা ৩৩৫। সরকারের সিদ্ধান্ত হচ্ছে সরকারি কলেজ নেই এমন ৩১৫টি উপজেলায় বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণ করা। ইতোমধ্যে জাতীয়করণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ২৭৫টি বেসরকারি কলেজের তালিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। এগুলো যুক্ত হলে সরকারি কলেজের সংখ্যা হবে ৬১০।